গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন

বিষয় :

নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়নের ধারণাপত্র

রিপোর্ট নম্বর :১৫৮

৩০ ডিসেম্বর, ২০২০

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়নের ধারণাপত্র

বর্তমান বিশ্বে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা মানবাধিকারের সবচেয়ে ব্যাপক এবং ঘৃনিত লংঘন হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার মাত্রা ভয়াবহ, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অপরাধ মোকাবেলা ও শাস্তি প্রদানের জন্য বাংলাদেশে এ যাবত বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত মূল ফৌজদারী আইন (substantial law) হল ১৮৬০ সালে প্রণীত The Penal Code, 1860 (Act No XLV of 1860) ও পদ্ধতিগত ফৌজদারী আইন (Procedural law) যেমন, ১৮৯৮ এর Code of Criminal Procedure (Act V of 1898) আইন এবং ১৮৭২ সালের The Evidence Act (Act I of 1872) । এই আইনগুলির মাধ্যমে সকল ফৌজদারী অপরাধের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা হয়।

সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীদের উপর সংঘঠিত নির্যাতনের নতুন ধরণ ও মাত্রা শুধুমাত্র Penal Code আইন দ্বারা দ্রুত রোধ ও প্রতিকার প্রদান দুস্কর হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) নামে একটি আইন প্রণীত হয়। কিন্তু এই আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধ ও অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ন হওয়ার কারণে এবং নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার অপরাধ রোধকল্পে একটি কার্যকরী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৩

সালের আইনটি রহিত করা হয় এবং ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন (১৯৯৫ সালের ১৮ নং আইন) নামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিচারকালে এই আইনেরও কতিপয় সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হতে থাকে যার সমাধানকল্পে বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উপর সংঘটিত অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৩ সালের ৩০ নং আইনের মাধ্যমে এই আইনে আরো কিছু সংশোধনী আনা হয়। নারী ও শিশুদের প্রতি অপরাধ দমনের মূল আইন হিসেবে এখনও পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বলবত আছে।

আইনটি পাশ হওয়ার প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর দেশের নারী ও শিশুদের নির্যাতনের মামলায় মোটামুটি প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছিল বলে মনে করা হলেও আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণ সন্তোষজনক নয় বলে সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় উঠে এসেছে। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে জানা যায়, গত ৭ বছরে ধর্ষণ বা যৌতুকের দাবীতে হত্যার অভিযোগে বেশ কয়েক হাজার মামলার মধ্যে ঢাকার ৪ টি ট্রাইবুন্যালে অল্প সংখ্যক আসামী শাস্তি বা দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধে সক্ষম না হওয়ার বিষয়ে আইনটি নানা মহল থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। আইনের বিধান অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলাগুলির মধ্যে একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তির খালাস হওয়া, গুরু দন্ড প্রদানের হার নিম্নমুখী হওয়া, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মামলা প্রমানিত না হওয়ায় খারিজ হয়ে যাওয়া এবং বছরের পর বছর নারী নির্যাতনের সার্বিক চিত্র একইরূপ থেকে যাওয়া। আইনটির অপপ্রয়োগের হারও আশংকাজনক। এই প্রেক্ষাপটে বিচারকগণও দোষী সাব্যস্ত করতে ও গুরুদন্ড আরোপে সাবধানতা অবলম্বন করতে অনেকটাই বাধ্য হন। এই বাস্তবতার সংকট নিরসনে আইনটির সার্বিক সংস্কার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইন কমিশন ইহার অষ্টম (২০১৬-২০১৭) ও নবম (২০১৮-২০১৯) দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ ও নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় অন্যান্য আইনসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সেমিনার ও আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর পর্যালোচনা শেষে এর উপর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের মতামত নেওয়া হয়। তৎপর, বিদ্যমান আইনটি পর্যালোচনা শেষে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো।

১। আইনের শিরোনাম সংশোধনঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রণয়নের সময় বাংলাদেশে শিশুদের জন্য একটি আলাদা আইন Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974) থাকলেও ঐ আইন শিশুদের উপর নির্যাতন নিরোধের জন্য যথেষ্ঠ ছিলনা। ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু সংক্রান্ত সকল ধরণের বিধানগুলি যতদূর সম্ভব একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু আইনে একত্রিত রাখাই অধিকতার সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, যেহেতু, পৃথক শিশু আইন প্রণীত হয়েছে এবং উক্ত আইনের অধীনে নতুন শিশু আদালত স্থাপিত হয়েছে, সেহেতু, ২০০০ সালের আইন থেকে সকল শিশু সংক্রান্ত ধারা বিলুপ্ত করে নতুন আইনের শিরোনাম করা হয়েছে নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১।

তবে যেহেতু নারী বলতে সকল বয়সের নারী বোঝায় সেহেতু মেয়ে শিশুরাও নারী জাতিভুক্ত এবং নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিশেষ অপরাধসমূহ যেমন ধর্ষণ, শিশুসহ যে কোন বয়সের নারীর উপর সংঘটিত হতে পারে, সে কারণে শিশুসহ যে কোনো বয়সের নারীর উপর শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণেই, তাদের উপর অপরাধগুলি সংঘটিত হতে পারে, সেই সকল অপরাধসমূহ নারী নির্যাতন আইনের আওতায় একত্রিত রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়েছে। তাছাড়া, ধর্ষণের শিকার যে কোন পূর্ণবয়স্ক নারীর ন্যায় শিশুও শতগুন অধিক শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে যায় যার ক্ষতচিহ্ন তাদেরকে সারাজীবন বহন করতে হয়। তবে একই ধরণের অপরাধ বিধায় শিশু নারীকেও একই নারী নির্যাতন আইনের আওতায় রেখে একই ধরণের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা যেতে পারে। একই ভাবে যে সকল অপরাধ নারী শিশু ও পুরুষ শিশু উভয় ধরনের শিশুর উপর সাধারণভাবে সংঘটিত হতে পারে বলে generalised করা যায়, সেই সকল অপরাধগুলি একটি পৃথক শিশু আইনের আওতাভূক্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

২। সংজ্ঞাসমূহের স্পষ্টতা আনয়নঃ

প্রস্তাবিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা বিশদকরণ ঃ

বর্তমান আইনে ধর্ষণের শাস্তির বিধান করা হয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের সংজ্ঞা ১৮৬০ সালের Penal Code এ বর্ণিত সংজ্ঞাই রয়ে গিয়েছে কিন্তু বর্তমান বিশ্বের নানা প্রকৃতির ধর্ষণ ইহার আওতায় আসেনা। বিশ্বের সমসাময়িক ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনগুলোতে অনেক ধরনের যৌন নির্যাতনকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কাজেই বর্তমান বাস্তবতার আলোকে ধর্ষণের সঠিক সম্প্রসারিত সংজ্ঞা প্রদান করা প্রয়োজন।

ধর্ষণ ছাড়াও বিকৃত যৌন আচরণ (perversion) এর কারণে আরও বিভিন্ন ধরনের 'যৌন সহিংসতা' ইদানিং সমাজে ঘটছে। এইসব যৌন অপরাধগুলোও সংজ্ঞায়িত করে শাস্তির আওতায় আনবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

৩। দহনকারী বা সমজাতীয় পদার্থকে এই আইনে অন্তর্ভূক্তকরণ ঃ

বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় বাড়ীতে কাজের সাহায্যকারী নারী ও শিশুদের উপর গৃহকর্ত্রীরা গরম পানি, তেল বা গরম খুন্তি দিয়ে নির্যাতন করে যা নারী বা শিশুর যে কোন শারীরিক বিকৃতি, অঙ্গহানি বা দৃষ্টিহানি ঘটাতে পারে। কিন্তু বর্তমান আইনে গরম তেল, গরম পানি বা গরম খুন্তি দ্বারা আহত অপরাধের শিকারের উপর সংঘটিত এইসব অপরাধের বিচার করা কঠিন হতে পারে। কাজেই প্রস্তাবিত আইনে কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী তপ্ত তরল পদার্থ বা ধাতব বস্তু কথাগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৪। অপহণের চেষ্টা ও অপহরণের পর হত্যার দন্ড অন্তর্ভূক্তিকরণ ঃ

বর্তমান আইনে অপহরণের চেষ্টা এবং অপহরণের পর হত্যার অপরাধের দন্ডের কথা বলা নাই। অপরাধের শিকার নারীর সুবিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নূতন আইনে নারী অপহরণ এবং অপহরণের চেষ্টার জন্য শাস্তি, অপহরণের পর অপহৃত নারীকে হত্যার জন্য শাস্তি এবং অপহরণকারীর হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে অপহৃত নারীর মৃত্যু ঘটানোর শাস্তির বিধান সংযুক্তি করা হলো।

৫। মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নারী বা শিশুকে আটকের দন্ড পরিবর্তন ঃ

অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী দন্ড নির্ধারণ হয়ে থাকে। বর্তমান আইনে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটকের জন্য মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের বিধানের উল্লেখ আছে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী এইরূপ দন্ড কঠোর বলে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আইনজীবীগণ মত প্রকাশ করেছেন।

৬। *কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের পরিমাণ পরিমার্জন ঃ*

বর্তমান আইনে অপরাধের শাস্তি কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মতামত এসেছে। তাছাড়া, যাবজ্জীবন কারাদন্ডের মেয়াদ কত বৎসর তা সুনির্দিষ্ট করা জরুরী। প্রস্তাবিত আইনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ কারাদন্ডের মেয়াদ বলা হয়েছে। কিন্তু সচেতনভাবেই অন্যূন মেয়াদ বলা হয়নি, যাতে বিচারকগণ ঘটনার প্রেক্ষাপটে শাস্তির মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারেন। অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী অর্থদন্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনে উল্লেখ থাকলে বিচার কাজে স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যতা থাকে। বর্তমান আইনের সব বিধানে অর্থদন্ডের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নাই, বর্তমান আইনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থদন্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ উল্লেখ করে প্রস্তাবিত আইনে বিধান করা হয়েছে।

৭। *ধর্ষণের অপরাধ সংক্রান্ত বিধিবিধানের সংযোজন ও পরিমার্জন ও ধর্ষণের চেষ্টার ব্যাখ্যা প্রদানঃ-*

দন্ডবিধির সংজ্ঞায় ধর্ষণ ঘটনার ভুক্তভোগীর 'সম্মতি' শব্দটি নেই। বিচারের সময় অনেক ধর্ষণের মামলাতে অপরাধের শিকার নারীর সম্মতি'র প্রশ্নে তার চিৎকার ও বাধা প্রদানজনিত শারীরিক চিহ্নের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। অথচ সব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর শরীরে ধর্ষণজনিত অত্যাচারের চিহ্ন নাও থাকতে পারে। ধর্ষণের সম্মতি প্রসঙ্গে বর্তমান আইনে ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর এবং ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর ধর্ষণের বেলায় সম্মতি প্রদানের ধরন ও সম্মতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেননা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর ক্ষেত্রে সম্মতি মূল্যহীন হলেও অনেক সময়, দন্ড নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

বর্তমান আইনে 'প্রতারণামূলকভাবে' সম্মতি আদায় করে যৌনসংগম ধর্ষণ বলে গণ্য হলেও একাধিকবার যৌনসংগমের ভিত্তিতে আদালত ধরে নেয় যে এতে নারীর নিরব সম্মতি ছিল। প্রস্তাবিত আইনে প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায়ের বিষয়টি সুস্পষ্ট করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

কোন সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি যার হেফাজত থাকাকালীন বা আওতাধীন ক্ষেত্র বা এলাকায় কোন নারীর অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করে সেই নারীকে ধর্ষণ করে তবে সাধারণ ধর্ষণকারী অপেক্ষা তাদের শাস্তি

অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে 'সরকারি কর্মকর্তা' উল্লেখ না করে 'যে কোন ব্যক্তি' উল্লেখ করলে সরকারি কর্মকর্তাসহ সকলেই বোঝাবে।

'ধর্ষণের চেষ্টা' অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত এবং ধর্ষণ করার ইচ্ছায় বা অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধের শিকার নারীর উপর এমন কোন overtact সংঘটন করে যাহা নিশ্চিতভাবে ধর্ষণের অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

৮। সরকারি কর্মচারী বা অন্য কারো হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে হেফাজতকারীর অর্থদন্ডের পরিমান বৃদ্ধিকরণঃ

বর্তমান আইনে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হইলে হেফাজতের জন্য দায়ী ব্যক্তির অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর কারাদন্ডের সাথে অনুন্য দশ হাজার টাকা অর্থ দন্ডের বিধানের উল্লেখ আছে। যেহেতু হেফাজতকারীর অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার জন্য একজন নারীর সম্ভ্রমহানী হয়েছে সেহেতু অর্থদন্ডের পরিমান বৃদ্ধি করা হলে হেফাজতের জন্য দায়ী ব্যক্তি আরোও সচেতন এবং দায়িত্বশীল হবেন বলে মতামত পাওয়া গেছে।

৯। সালিশ বা ফতোয়াকারী কর্তৃক আত্মহত্যায় ইন্ধন যোগানো ইত্যাদি ঃ

আমাদের দেশে ধর্ষণের শিকার নারীর আত্মহত্যা করার পেছনে সালিশ বা ফতোয়া খুব ব্যাপক নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে যা দন্ডনীয় অপরাধ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অবশ্যই তার নিরসন হওয়া প্রয়োজন । দেখা যায় সমাজের সালিশ বা ফতোয়াকারী ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা করে ধর্ষণের শিকার একজন নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধের কোন প্রতিকার না করে বরং তাকেই অনেক সময়েই উল্টো দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করে। ফলে সম্ভ্রম হারানো নারী তার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে প্রায়শই আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

১০। একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান রহিতকরণঃ

বর্তমান আইনের ১১ (ক) ধারায় হত্যার জন্য কেবল মৃত্যুদন্ডের বিধানটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত কঠোর এবং অমানবিক। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আইনে অন্য কোন সাজার বিধান না থাকার কারণে অনেক সময়েই বিচারে দোষী সাব্যস্তের পরিবর্তে খালাস হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান আইনে ১২টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের সাজার বিধান রয়েছে, যার মধ্যে ২টি অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অপরাধ সংঘটিত করার চেষ্টা করার জন্য আছে। এমতাবস্থায় এক্ষেত্রে সাজা হিসেবে একমাত্র মৃত্যুদন্ডের বিধান রহিত করে অনুরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি, পরিধি, আসামীর বয়স, অভিপ্রায় এবং অন্যান্য mitigating factor ইত্যাদি

বিবেচনা করে সাজা হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড, প্রয়োজনে জঘন্যতম ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকতে পারে কিন্তু একমাত্র সাজা হিসাবে নয়।

১১। ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে গর্ভবতী হলে আইনানুগ ভাবে গর্ভপাত ঃ

ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হলে ১০ সপ্তাহের মধ্যে বা যে সময়ের মধ্যে গর্ভপাত করানো হলে জীবনহানির ভয় থাকবেনা সেই সময়ে গর্ভপাত করানোকে আইনসম্মত করা যেতে পারে।

১২। ধর্ষনের ফলে জন্মলাভকারী শিশুর প্রতিপালনের জন্য ধর্ষক পিতা বা রাষ্ট্রের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নিশ্চয়তাঃ

২০০০ সালের আইনের ১৩ ধারায় বর্ণিত বিধান প্রসঙ্গে দন্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু হলে এবং ভবিষ্যৎ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, মৃত্যদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করবে; কিন্তু এইরূপ কোন বৈধ উত্তরাধীকারী বা সম্পদ না থাকলে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে ক্ষতির মাত্রা অনুসারে অর্থ প্রদান করবে।

১৩। ধর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

‘ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন বা এ-সংক্রান্ত ঘটনা সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করবেন; এক্ষেত্রে ওই থানার এলাকার মধ্যে ঘটনা সংঘটিত হোক বা না হোক, সেটা মুখ্য নয় এই মর্মে একটি বিধান থাকা প্রয়োজন।

১৪। সাৰ্য্য আইন ঃ

২০০০ সালের এই আইনের বিচার কার্যক্রমে ১৮৯৮ সনের ফোজদারী কার্যবিধির সীমিত প্রয়োগের পাশাপাশি ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের বিধানাবলী প্রয়োগ হয়। ধর্ষণের আইনে সাক্ষীর সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া একান্ত জরুরি বিষয়। একটি ধর্ষণের শিকার নারী যখন আইনি প্রতিকার চায়, তাকেই সর্বাধিক ঝামেলা পোহাতে হয়। আদালতে তার বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্যায়ন করার জন্য তার অতীত যৌন ইতিহাস বা আচার আচরণের উপর ভিত্তি করে প্রায়ই অপরাধের শিকার নারীকে ভাল বা খারাপ ‘‘চরিত্রের’’ উপর জোর দিয়ে আদালতে জনসমুক্ষে

নিষ্ঠুরভাবে কাটা ছেড়া করা হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক। শুনানির সময় সাক্ষ্য আইনের ৫৩, ১৪৬ ও ১৫৫ (৪) ধারা অপব্যবহার করে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা অপরাধের শিকার নারীকে 'খারাপ মেয়ে' প্রমাণের চেষ্টা করেন যেন 'খারাপ মেয়ে'কে যে কেউ ধর্ষণ করতে পারে। উক্ত বিধান অনুযায়ী, ধর্ষণ বা ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগকারীকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করে তার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কাঠগড়ায় এসে ধর্ষণের শিকার নারীকে তার সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যেন তার চরিত্রটি প্রমাণ করতে না হয় তা বিবেচনায় নিতে হবে। একজন ধর্ষিতা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে হলে সাক্ষ্য আইনের ৫৩ ধারা ও ১৪৬ ধারা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষিদ্ধ এবং ১৫৫ (৪) ধারা বাতিল করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধের শিকার নারীর সাক্ষ্য অপরাধ প্রমাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু প্রায়শই তাকে কুরুচিপূর্ণ, অপমানজনক ও অশ্লীল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ইহা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

১৫। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সংশিস্নষ্ট চিকিৎসক এর জবাবদিহিতা ঃ

বর্তমানে ২০০০ সালের আইনে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও মেডিকেল চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও তা আরও সুনির্দিষ্ট এবং ইচ্ছাকৃত অবহেলার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুলিশ কর্মকর্তা ও চিকিৎসকগণ ক্ষেত্রমত ধর্ষণের শিকার নারীর চিকিৎসা, আলামত সংগ্রহ এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে এজাহার গ্রহণ ও দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করতে ব্যর্থতার জন্য তারা দায়ী থাকবে এমন বিধান প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ এর বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

প্রস্তাবিত আইনের প্রথমেই প্রস্তাবনা বা preamble, তৎপর মোট সাতটি অধ্যায় রয়েছে, মোট ধারা ৫৮ টি।

প্রথম অধ্যায়ে প্রারম্ভিক বিষয়াবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন, প্রথম ধারায় রয়েছে ঃ

১। আইনটি নাম;

২। কার্যকরী হওয়ার সময়;

৩। প্রযোজ্য এলাকা।

খসড়া আইনের ২ ধারায় মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি সংজ্ঞা রয়েছে। যে শব্দগুলি সচরাচর পরিচিত সেগুলি সম্বন্ধে কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, যেমন, হাইকোর্ট বিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহের দন্ডের বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের মোট ১২ টি ধারায় ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনমূলক বিভিন্ন অপরাধের দন্ডের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

খসড়া আইনের ৫ ধারার ১০ টি উপধারায় ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর এর কম বয়েসের শিশুকে ধর্ষণসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধর্ষণের অপরাধ ও ইহার দন্ডের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। (১১) উপধারায় ধর্ষণের চেষ্টাজনিত অপরাধের দন্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। ধর্ষণের জন্য ৫ ধারার অধীন (৪), (৭) এবং (১০) উপধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

খসড়া আইনের ৬ ও ৯ ধারায় ধর্ষণ বা অন্যবিধ কারণে অপরাধের শিকার নারীর মৃত্যু ঘটলে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বছর সশ্রম কারাদন্ড বা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে আইনের সীমার মধ্য থেকে বিচারক ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে অপরাধীর শাস্তি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন।

সরকারি কর্মচারীর আওতায় বা হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিত হলে যার হেফজতে তিনি ছিলেন সেও ৭ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী হবে এমন বিধান রয়েছে।

খসড়া আইনের ৮ ও ১০ ধারায় যৌনপীড়ন ও যৌন হয়রানিজনিত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

ধর্ষণ, যৌননিপীড়ন বা সালিশের কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করলে তা ১১ ধারায় অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

দহনকারী বা ধাতব পদার্থের কোন নারীকে হত্যা বা আহত করলে সেরূপ বিভিন্ন ধরণের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডসহ অন্যান্য শাস্তির বিধান ১২ ধারার ৩টি উপধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

খসড়া আইনটির ১৩ ও ১৪ ধারায় অপহরণ ও মুক্তিপন দাবী করার শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটালে ১৫ ধারায় ৩০ (ত্রিশ) বছর সশ্রম কারাদন্ড বা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। গুরুতর বা মারাত্মক জখমের ক্ষেত্রে যথাযথ শাস্তির বিধান রয়েছে। সাধারণ যখমের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান থাকলেও উহা আপোষযোগ্য করা হয়েছে।

১৬ ধারায় অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭,১৮,১৯ ও ২০ এই ৪টি ধারায় ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের দায়িত্বাবলী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত সিটিজেন চার্টারে বর্ণনা করা হলেও এর প্রচার অতি নগন্য এবং এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম প্রায় নেই বললেই চলে; যদিও এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ বা দায়িত্ব পালন সিটিজেন চার্টার এর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত কার্যক্রম ২১ হতে ৩০ এই ১০ টি ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। ২১ ধারায় পুলিশের নিকট অপরাধের সংবাদ প্রেরণ বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

২২ ও ২৩ ধারায় ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারি পরীক্ষা ও আলামত সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

২৪ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

২৫ ধারায় অপরাধের শিকার নারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির ডিএনএ পরীক্ষার বিধান করা হয়েছে।

২৬ ধারায় অপরাধের শিকার নারীর জবানবন্দী গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

২৭ ধারায় ঘটনার সত্যতা উদ্ঘাটনের জন্য অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জবানবন্দী গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।

২৮ ধারায় ৮টি উপধারায় পুলিশ কর্তৃক কোন নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম বর্ণনা এবং ২৯ ধারায় অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের বিধান বর্ণণা করা হয়েছে।

৩০ ধারায় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে অপরাধটি আমলে নিয়ে বিচারার্থে ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারের বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মোট ২১ টি ধারা রয়েছে। ৩১ ধারার আওতায় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে। ৩২ ধারায় ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বর্ণনা করা হয়েছে। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকবে। (২) উপধারা অনুসারে ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনে Public Demands Recovery Act, 1913, অনুসারে পদক্ষেপ নিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। (৩) উপধারা অনুসারে Electronic যোগাযোগের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিধানের আওতায় কোন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসেবে ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করতে পারবে। (৪) উপধারায় বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের জামিন দেবার ক্ষমতা আছে। কোন ব্যক্তি যদি অপরাধের শিকার নারী বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদান করে তবে ট্রাইব্যুনাল (৬) উপধারায় উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া আগত সাক্ষীর রাহা ও খাই খরচ প্রদানের ক্ষমতা (৭) উপধারায় ট্রাইব্যুনালের রয়েছে।

স্বীয় বিবেচনায় ট্রাইব্যুনাল ৩৯ ধারা মতে রুদ্ধদ্বারা কক্ষে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

ধর্ষণের অপরাধের শিকার নারীর সম্মতি প্রমাণে তাহার পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা ৪২ ধারার (১) উপধারা অনুসারে defence হিসাবে প্রসঙ্গিক হবে না। ঐ নারীর বিরুদ্ধে যৌনসংসর্গে সম্মতি ছিল এই মর্মে বক্তব্য উত্থাপিত হলে সে যদি দাবী করে যে এক্ষেত্রে তার সম্মতি ছিল না, ঐরূপ বক্তব্য ট্রাইব্যুনাল ৪২ ধারার (২) উপধারা মতে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে। ৪২ ধারার (৩) উপধারা মতে ধর্ষণ অপরাধের শিকার নারীর চারিত্রিক অসততা (chastity) এর প্রতি ইঙ্গিত করা যাবে না।

কেউ যদি এই আইনের আওতায় প্রানদন্ডে দন্ডিত হয় সেক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড কি কারণে আরোপ করা হলো তার ব্যাখ্যা ৪৪ ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল ইহার রায়ে প্রদান করতে হবে।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপকৃত অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ ৪৬ ধারার বিধান মতে The Public Demand Recovery Act এর আওতায় অপরাধীর নিকট হতে আদায় করে অপরাধের শিকার নারীকে প্রদান করতে পারবে।

মিথ্যা মামলা দায়ের শাস্তিযোগ্য অপরাধ যা ৪৭ ধারার আওতায় প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল স্ব-উদ্যোগে বিচার করতে পারবে।

ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য দায়ী চিকিৎসক, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং মামলা পরিচালনায় রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ আইনজীবীর গাফিলতির জন্য যথাক্রমে ৪৮, ৪৯ ও ৫০ ধারামতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ধর্ষণের কারণে কোন নারী অন্তস্বত্বা হলে ৫২ ধারার আওতায় গর্ভধারণের ১০ সপ্তাহের মধ্যে কোন হাসপাতালে গর্ভপাত করতে পারবে। তবে ধষর্ণের কারণের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ভরণপোষণ সম্বন্ধে বিধান ৫৩ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিত নারীর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে ৫৪ ধারায় বাধা নিষেধ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৫ ধারায় নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলায় সাক্ষ্য প্রদানে আগত সাক্ষীর রাহা ও খাই খরচ বাবদ নগদ অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে।

প্রস্তাবিত নারী নির্যাতন আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছেঃ

১। *ন্যায় বিচার প্রাপ্তি সহনীয়করণঃ*

ক) উভয় পক্ষের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে এই আইনটি বিশেষ করে নারী বান্ধব করার চেষ্টা করা হয়েছে। আচমকা ধর্ষণের মত জঘন্য নিগ্রহের পর যে কোন বয়সের নারী প্রচন্ড শারীরিক যন্ত্রনা ও নিদারূণ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গমন করে, এমনকি নির্যাতিত নারী তার নিজের শরীরকে অসূচি মনে করে, নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। কিশোরী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক, এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা সেই শিশুকে সারা জীবন দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফেরে।

খ) এই পরিস্থিতিতে ধর্ষণের পর অত্যাচারের শিকার নারীর সবচেয়ে প্রয়োজন হয় একজন সহানুভূতিশীল মানুষ যে ঐ বিধ্বস্ত নারীকে সহমর্মিতার সাথে চরম হতাশার হাত থেকে কিছুটা হলেও লাঘব করার চেষ্টা করবেন, তাকে মামলা দায়ের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সুবিচার পাওয়ার জন্য সহায়তা করবেন।

এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আইনে তৃতীয় অধ্যায়ে ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ধারার মাধ্যমে সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিয়োজিত উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার উপর ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধের শিকার নারীকে সহায়তা করার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ।

গ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫ থেকে ১৬ ধারা এই ১২টি ধারার মাধ্যমে ধর্ষণসহ বিভিন্ন অত্যাচারের শিকার নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলি চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

ঘ) চতুর্থ অধ্যায়ে ২১ থেকে ৩০ ধারা এই ১০ টি ধারার মাধ্যমে অপরাধ সংঘঠনের পর অপরাধের শিকার নারীর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, মামলা দায়ের, আলামত, যদি থাকে, ইহার DNA সহ অন্যান্য পরীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করিবার বিধান করা হয়েছে। ২৮ ধারায় দ্রুত তদন্ত করার বিধান করা হয়েছে। মামলা সংক্রান্ত বিষয়, চিকিৎসক, তদন্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কৌশুলীর অবহেলার জন্য যথাক্রমে ৪৮, ৪৯ ও ৫০ ধারার মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে।

ঙ) পঞ্চম অধ্যায়ের ৪২ ধারার মাধ্যমে আদালতে অত্যাচারের শিকার নারীকে অহেতুক, অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্মানজনক প্রশ্ন থেকে অব্যাহতি দেবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রয়োজনে ট্রাইবুনাল ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচার রুদ্ধদ্বার কক্ষে (trial in camera) অনুষ্ঠান করার বিধান ৩৯ ধারায় প্রদান করা হয়েছে। ৫৪ ধারার মাধ্যমে অত্যাচারের শিকার নারীর পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করে তাকে অহেতুক জনসমুক্ষে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ।

চ) প্রস্তাবিত আইনটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে করা হয়েছে। মামলা দায়ের, চিকিৎসা ও তদন্তের ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে।

২। ন্যায়সঙ্গত শাস্তি আরোপ

ধর্ষণ এবং নারীর উপর নির্যাতন নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ এবং যে কোন মাপকাঠিতে মানবাধিকারের চরম অবমাননা। তবুও এইরূপ জঘন্য অপরাধের শাস্তি কখনই প্রতিশোধমূলক বা প্রতিহিংসামূলক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী হলেও তারও ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ কারণেই সংসদকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদকে সমুন্নত রেখে আইনের শাসন বজায় রেখেই শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন।

বিচারকের দায়িত্বও অপরিসীম ও কঠিন। তাকে একদিকে অপরাধের শিকার নারীর সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হয়, অন্যদিকে অপরাধীও যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। সর্বোপরি বিচারককে আইনের শাসনও তুলে ধরতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ষণসহ বিভিন্ন নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের কঠোর শাস্তি বিধান করা হলেও প্রাণদন্ডমূলক শাস্তির বিধান মাত্র ৭টি ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে, তাও বিকল্প হিসাবে। তাছাড়া বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে কি কারণাধীনে মৃত্যুদন্ড আরোপ করা হয়েছে ৪৪ ধারার বিধান মতে ট্রাইনব্যুনালের রায়ে তা ব্যাখ্যা প্রদানের বিধান করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের ২য় ধারায় 'যাবজ্জীবন কারাদন্ড' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে ৩০ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা তদুর্দ্ধ যে কোন মেয়াদের অর্থাৎ আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান এর বিধান রাখা হয়েছে।

৩। তদন্ত ও বিচার ঃ

বর্তমান আইনে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়েরকৃত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা অভিযোগগুলি সন্মন্ধে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত মামলাটি আদৌ নারী শিশু আদালতের আওতাধীন কিনা সে সন্মন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ফলে মামলাটি তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় আমল গ্রহণকারী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে থাকে বিধায় জামিন সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়। কারণ বর্তমান আইনে জামিন ও অন্যান্য আদেশ, যেমন আসামির বয়স নির্ধারণ, রিমান্ড সংক্রান্ত আদেশ প্রদান করতে একমাত্র ট্রাইবুন্যালই ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অথচ খুনের মামলাতেও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই ধরণের আবেদনগুলি অহরহ নিস্পত্তি করে থাকে। এ কারণে এ সকল বিবিধ কাজ দিয়ে এমনিই অসংখ্য মামলায় ভারাক্রান্ত ট্রাইব্যুনালকে আরও ভারাক্রান্ত করে প্রকৃত মামলার শুনানী ও নিস্পত্তি বিলম্বিত করা হচ্ছে। বরঞ্চ এই বিবিধ ধরণের আবেদনপত্র নিস্পত্তি করার দায়িত্ব ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দেওয়াই বাঞ্চনীয় এবং এতে ট্রাইব্যুনাল এই ধরনের বিবিধ আবেদনপত্র নিস্পত্তিতে কালক্ষেপন না করে দ্রুত রেডি মামলা নিস্পত্তি করতে সক্ষম হবে এবং মামলার জট কমতে আরম্ভ করবে। সেভাবেই প্রস্তাবিত আইনটির খসড়া করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন দমনসহ অপরাধের শিকার নারীর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সুষ্ঠু ও দ্রুত তদন্ত। খসড়া আইনে বর্ণিত বিধানাবলীর সঠিক মর্ম অনুসরণ করা হলে ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচার দ্রুত নিস্পত্তি সম্ভব হবে, অপরাধের শিকার নারীর বিচারপ্রাপ্তি সহনীয় হবে এবং সর্বোপরি বিচারপ্রার্থী নারীর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা, তা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

এতদসঙ্গে আইন কমিশনের উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ এর খসড়া সংযুক্ত করা হলো।

স্বাক্ষরিত/- ৩০.১২.২০২০	স্বাক্ষরিত/- ৩০.১২.২০২০
(বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর) সদস্য আইন কমিশন	(বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক) চেয়ারম্যান আইন কমিশন

নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১

নারী নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নারী নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "অপহরণ" অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে কোন স্থান হইতে কোন নারীকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা, যাহার দন্ড এই আইনের ১৩ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

(২) "আটক" অর্থ কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে অন্তরিন রাখা, যাহা এই আইনের ১৪ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

(৩) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা আপাতত বলবৎ কোন আইন বা সরকারি আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ; এবং এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "গুরুতর বা মারাত্মক জখম" অর্থ যে জখমে মানুষের শরীরের কোন অঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা জীবনসংশয় হয় অথবা আহত ব্যক্তি সাধারণ কাজকর্ম করিতে অপারগ হন অথবা The

Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর ৩২০ ধারায় বর্ণিত কোন এক বা একাধিক কার্য, যাহা অপরাধ ;

(৫) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের ৩১ ধারার অধীন গঠিত কোন ফৌজদারী আদালত ;

(৬) "ধর্ষণ" অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার যৌনাঙ্গ কোন নারীর যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট করানো, যাহার দন্ড এই আইনের ৫,৬ ও ৭ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

এইরূপ প্রবিষ্টকরণ হইতে হইবে অবশ্যই –

(ক) জোরপূর্বকভাবে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতিরেকে; বা

(খ) তাহার সম্মতিতে, কিন্তু এইরূপ সম্মতি আদায় করা হইয়াছে তাহার অথবা কোন ব্যক্তি, যাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক রহিয়াছে, এইরূপ কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন বা মৃত্যুর হুমকি দেখাইয়া; বা

(গ) সংশ্লিষ্ট নারীর আপাত সম্মতিতে, যখন সে ভুলক্রমে বা ভ্রান্ত বিশ্বাসে মনে করে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বৈধ স্বামী, কিন্তু উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে জানে যে সে উক্ত নারীর স্বামী নহে; বা

(ঘ) তাহার সম্মতিতে, যখন এই ধরনের সম্মতি মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ থাকাবস্থায় বা নেশাগ্রস্ত থাকাকালে বা এমন কোন মানসিক অবস্থায় দেওয়া হইয়াছিলো যখন সে তাহার সম্মতির প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝিবার ব্যাপারে অক্ষম ছিলো ; বা

(ঙ) তাহার বয়স ১৬ (ষোল) বৎসরের কম, যদিও তাহার সম্মতি ছিলো; বা

(চ) যখন সে তাহার সম্মতি আছে কি নাই তাহা প্রকাশ করিতে বা জানাইতে অক্ষম;

(৭) "নারী" অর্থ যে কোন বয়সের নারী [The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর ১০ ধারা দ্রষ্টব্য];

(৮) "নির্যাতন" অর্থ শারীরিক বা মানসিক বা উভয় প্রকারের নিগ্রহ;

(৯) "মুক্তিপণ" অর্থ জিম্মি নারীর মুক্তির শর্তে অবৈধ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের অবৈধ সুবিধা, যাহা এই আইনের ১৪ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

(১০) "যাবজ্জীবন কারাদন্ড" অর্থ আমৃত্যু সশ্রম কারাদন্ড;

(১১) "যৌতুক" অর্থ-

(ক) কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে বিবাহ বহাল থাকিবার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা

(খ) কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ বহাল থাকিবার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ;

(১২) "যৌন নির্যাতন " বা " যৌন নিপীড়ন " অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক জোরপূর্বকভাবে তাহার যৌনাঙ্গ বা কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু কোন নারীর যৌনাঙ্গ বা তাহার শরীরের কোন অংশে প্রবিষ্ট করা বা স্পর্শ করা, যাহার দন্ড এই আইনের ৮ ও ৯ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

(১৩) "যৌন হয়রানী" অর্থ অবাঞ্ছিত যৌন আচরণ বা যৌন বিকৃতিমূলক কর্মকান্ড, যাহার দন্ড এই আইনের ১০ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে;

(১৪) "শিশু" অর্থ অনধিক ১৬ (ষোল) বৎসর বয়সের কোন নারী।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

The Code of Criminal Procedure, 1898 ইত্যাদির প্রযোজ্যতা

৪ (১)। কোন অপরাধ সম্পর্কে এজাহার বা অভিযোগ দায়ের হইলে এবং তাহা যদি এই আইনের আওতাধীন হয়, তবে ইহার তদন্ত, অপরাধসমূহের বিচার এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এই আইনে কোন বিধান না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এবং The Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-জামিনযোগ্যতা ও অ-আপোষযোগ্যতা

(২) যেই সকল অপরাধ এই আইনের আওতাধীন, তাহা আমলযোগ্য (cognizable), অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) এবং অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহের দন্ড

শিশু ধর্ষণ এর শাস্তি

৫। (১) কোন ব্যক্তি যদি ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের কম বয়সের কোন শিশু কে ধর্ষণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসর অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অর্থদন্ড অপরাধের শিকার শিশুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে।

হেফাজত বা আশ্রয়ে থাকাকালে ধর্ষণের শাস্তি

(২) যদি কেহ তাহার আওতাধীন স্থান বা এলাকায় কোন নারী সহকর্মী বা অধস্তন কর্মী বা কোন নারী তাহার হেফাজতে বা আশ্রয়ে বা আওতাধীন স্থানে থাকাকালীন সময়ে কোন নারীর অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধর্ষণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

আস্থা বা বিশ্বাস ভঙ্গপূর্বক বা সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্ষণের শাস্তি

(৩) কোন নারীর আত্মীয়, অভিভাবক, শিক্ষক বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহার সহিত উক্ত নারীর আস্থা বা বিশ্বাসের (fiduciary) সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ কেহ যদি উক্তরূপ আস্থা বা বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করিয়া এবং সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোন নারীকে ধর্ষণ করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকালে বা অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় বা সম্মতি প্রদানে অক্ষম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্ষণের শাস্তি

(৪) কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকালে কোন নারীকে ধর্ষণ করে; বা

(খ) কোন নারী অন্তঃস্বত্ত্বা জানিয়াও তাহাকে ধর্ষণ করে; বা

(গ) সম্মতি প্রদানে অক্ষম কোন নারী কে ধর্ষণ করে; বা

(ঘ) শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ বা বিকলাঙ্গ কোন নারীকে ধর্ষণ করে; বা

(ঙ) একই নারী কে একাধিকবার ধর্ষণ করে ;

সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

চৌদ্দ বা তদুর্দ্ধ বয়সী শিশুর সম্মতিক্রমে ধর্ষণের শাস্তি

(৫) কোন ব্যক্তি যদি ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সী কোনো শিশুকে ধর্ষণ করে, যাহার সম্মতি প্রমাণিত, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

ধর্ষণকালে গুরুতর জখম ইত্যাদির শাস্তি

(৬) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ধর্ষণকালে বা ধর্ষণের পূর্বে বা পরে এমন অত্যাচার করে যাহাতে তাহার মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটে বা চেহারা বা আকৃতি নষ্ট বা বিকৃত হয়, অথবা তাহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসর অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অর্থদন্ড অপরাধের শিকার নারীর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে।

ধর্ষণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক বৈকল্য ইত্যাদির শাস্তি

(৭) যদি ধর্ষণের শিকার নারী দীর্ঘস্থায়ী মানসিক বৈকল্য বা প্রায় অচেতন অবস্থায় পর্যবেসিত হয় সেই ক্ষেত্রে ধর্ষণকারী ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন

মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অর্থদন্ড অপরাধের শিকার নারীর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে।

দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের শাস্তি

(৮) যখন একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে, সেই ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকেই ধর্ষণ করিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে অন্যূন ২০ (কুড়ি) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে এবং ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অর্থদন্ড অপরাধের শিকার নারীর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে।

অন্যবিধ ধর্ষণের শাস্তি

(৯) যদি কোন ব্যক্তি ৫ ধারার (১) উপ-ধারা হইতে (৮) উপ-ধারাতে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, ধর্ষণ এর অপরাধ সংঘটিত করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইবে।

অপরাধের পুনরাবৃত্তিকারীর শাস্তি

(১০) কোন ব্যক্তি যে ইতোপূর্বে এই আইনের ৫ ধারার (১) উপ-ধারা হইতে (৯) উপ-ধারার অধীন কোন অপরাধে কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে বা শাস্তি ভোগ করিয়াছে, উক্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে উল্লিখিত যে কোন বিধান অনুসারে পুনরায় দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে পূর্বোক্ত কারাদন্ডের দ্বিগুণ মেয়াদে সশ্রম কারাদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

ধর্ষণের চেষ্টার শাস্তি

(১১) যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণের চেষ্টা করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

ধর্ষণ এর কারণে মৃত্যুর শাস্তি

৬। যদি কোন ব্যক্তি ৫ ধারার অধীনে কোন অপরাধ সংঘটিত করে এবং ইহার ফলে যদি ধর্ষণের শিকার নারীর মৃত্যু ঘটে; সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে ধর্ষিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি

৭। যদি পুলিশ হেফাজতে বা আশ্রয়ে বা আওতাধীন স্থানে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে যাহার বা যাহাদের হেফাজতে বা আশ্রয়ে থাকাকালীন কালে উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, যিনি বা যাহারা ধর্ষিতা নারীর হেফাজত বা আশ্রয়ের সময় সরাসরিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, সে বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীর হেফাজত বা আশ্রয়কালীন সময়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপীড়ন ইত্যাদির শাস্তি

৮। (১) যদি কোন ব্যক্তি তাহার যৌনাঙ্গ কোন নারীর পায়ুপথ বা মুখে জোরপূর্বকভাবে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবিষ্ট করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে, তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে শ্লীলতাহানী করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু কোনো নারীর যৌনাঙ্গে বা পায়ুপথে প্রবেশ করায় সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপীড়নের কারণে মৃত্যুর শাস্তি

৯। যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু কোন নারীর যৌনাঙ্গ বা পায়ুপথে এমনভাবে প্রবেশ করায় যাহাতে উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

যৌন হয়রানি

১০। (১) যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত যৌন আচরণ বা কর্মকান্ড করে; বা

(খ) প্রশাসনিক বা পেশাগত কোনো প্রভাব বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কাহারো নিকট হইতে যৌন সুবিধা পাওয়ার আদেশ বা অনুরোধ করে; বা

(গ) কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পর্নোগ্রাফি দেখিতে বাধ্য করে; তাহা হইবে যৌন হয়রানী।

যৌন হয়রানির শাস্তি

(২) যদি কেহ ১০ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

(৩) যদি কেহ কোন নারীর সম্মুখে যৌন বিকৃতিমূলক কোন মন্তব্য বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তাহাকে যৌন হয়রানি করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি

১১। (১) ধর্ষিতা নারী ধর্ষণের প্রত্যক্ষ কারণে আত্মহত্যা করিলে প্রমাণিত ধর্ষণকারী অন্যূন ২০ (কুড়ি) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

(২) কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোন কার্য বা কার্যাবলী দ্বারা তাহার সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ কার্য দ্বারা উক্ত নারীকে আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধ সংঘটিত হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সে অন্যুন ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

সালিশ বা ফতোয়াকারী কর্তৃক আত্মহত্যায় ইন্ধন যোগানো, ইত্যাদির শাস্তি

(৩) যদি এইরূপ প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সালিশ বা ফতোয়াকারী যৌন আচরণে উৎপীড়িত বা ধর্ষিত নারীকে অনভিপ্রেতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে বা এমন আচরণ করে যাহার কারণে তাহার সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে বিধায় সে আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত হইয়াছে ; সেই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি

১২। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ অথবা এমন অন্য কোন জ্বালাদায়ক দহনকারী তরল পদার্থ বা ধাতব পদার্থ দ্বারা কোন নারীকে এমন গুরুতর বা মারাত্মকভাবে আহত করে যাহার ফলে উক্ত নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত হয় বা তাহার সন্তান ধারণের ক্ষমতা বিনষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়, তাহা হইলে উক্ত নারীর-

ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা বিনষ্ট, বা তাহার সন্তান ধারণের ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে;

খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটাইবার শাস্তি

(২) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী, বিষাক্ত পদার্থ অথবা এমন অন্য কোন জ্বালাদায়ক তপ্ত তরল পদার্থ বা ধাতব পদার্থ দ্বারা কোন নারীর মৃত্যু ঘটায় সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোনো মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে ।

দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণের শাস্তি

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ অথবা এমন অন্য কোন জ্বালাদায়ক দহনকারী তপ্ত তরল পদার্থ কোন নারীর উপর নিক্ষেপ করে বা ধারালো বস্তু বা ধাতব বস্তু দ্বারা আঘাত করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২ (লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

নারী অপহরণ বা অপহরণের চেষ্টার শাস্তি

১৩। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার নিজের সহিত বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার নিজের সহিত বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত জোরপূর্বক যৌন কর্মে লিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণ করে বা অপহরণের চেষ্টা করে যাহা মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং আইন) বহির্ভূত, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে অপহরণের পর অপহৃত নারীকে হত্যা করে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোনো মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

(৩) যদি অপহরণকারীর হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে অপহৃত নারীর মৃত্যু ঘটে সেই ক্ষেত্রে তাহার শাস্তি হইবে সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড।

মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি

১৪। যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারীকে জিম্মি করিয়া আটক রাখে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারিবে।

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, মারত্মক জখম বা

১৫। যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটাইবার চেষ্টা করে কিংবা

সাধারণ জখমের শাস্তি

উক্ত নারীকে গুরুতর বা মারাত্মক জখম (grievous hurt) করে বা সাধারণ জখম (simple hurt) করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটাইবার জন্য ৩০ (ত্রিশ) বৎসর অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং মৃত্যু ঘটাইবার চেষ্টার জন্য সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে;

(খ) গুরুতর বা মারাত্মক জখম (grievous hurt) করিবার জন্য সর্বোচ্চ ২০ (কুড়ি) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করিবার জন্য সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে, তবে সাধারণ জখমের ক্ষেত্রে, এই আইনের ৪ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান সত্ত্বেও উক্ত অপরাধটি আপোষযোগ্য হইবে।

অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি

১৬। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগায় এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করিবার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তিও দণ্ডিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্থানীয়

১৭ । কোন নারীর বিরুদ্ধে এমন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে যাহা এই আইনের আওতাধীন বলিয়া প্রতীয়মান, এই মর্মে কোন তথ্য বা সংবাদ যদি স্থানীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট পৌছায়

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ব

বা তিনি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি যতদূর সম্ভব দ্রুততার সাথে অপরাধের শিকার নারীর নিকট পৌছাইবেন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেনঃ

(১) অপরাধের শিকার নারীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন;

(২) ধর্ষণের ক্ষেত্রে আলামত সংগ্রহে অপরাধের শিকার নারীকে সহায়তা করিবেন; এবং

(৩) ইতোমধ্যে অপরাধ সংঘটনের সংবাদ নিকটস্থ থানায় না পৌছাইলে অপরাধ সম্পর্কে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় সংবাদ প্রেরণ করিবেন, প্রয়োজনে অপরাধের শিকার নারীসহ নিজে থানায় হাজির হইয়া এজাহার বা সাধারণ ডায়েরী লিপিবদ্ধ করাইবেন।

হাসপাতাল বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংবাদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ব

১৮ । কোন নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ, যাহা এই আইনের আওতাধীন, সম্পর্কে কোন হাসপাতাল বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অবহিত করিলে তিনি দ্রুত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেনঃ

(১) অপরাধের শিকার নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানসহ ক্ষেত্রমত আলামত সংগ্রহে তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং প্রয়োজনে মামলা দায়ের করিতে তাহাকে আইনী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা লইবেন;

(২) নারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ এই আইনের আওতাধীন সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে স্থানীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা দ্রুত নিকটস্থ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার কর্তৃপক্ষ, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ, লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসক কে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া প্রয়োজনীয় সহায়তা কামনা করিবেন।

সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

১৯। ১৮ ধারায় বর্ণিত সরকারী কর্মকর্তাগণ অপরাধের শিকার নারীর নিম্নলিখিত সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবেনঃ

(ক) শারীরিক ও প্রয়োজনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং,

(খ) ধর্ষণের ক্ষেত্রে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic acid) (ডিএনএ) পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করা,

(গ) আইনী সহায়তা,

(ঘ) প্রয়োজনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে করণীয়

২০। এই অধ্যায়ে আরোপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিযোগ এবং তদন্ত

পুলিশের নিকট সংবাদ প্রেরণ

২১। (১) যদি এমন কোন অপরাধ, যাহা এই আইনের আওতাধীন, এইরূপ কোন অপরাধের শিকার নারী তাহার বিরুদ্ধে ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মর্মে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ, থানায় প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত তথ্য বা অভিযোগ উক্ত থানার এলাকাধীন হউক বা না হউক, একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা, অনুপস্থিতে দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা, ত্বরিত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য অপরাধের শিকার নারীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন এবং তৎপর কেস ডায়েরী সংশ্লিষ্ট এলাকাধীন থানায় দ্রুত নিজ দায়িত্বে প্রেরণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন থানার কোন কর্মকর্তা অপরাধ সংঘটনের ঘটনাস্থল উক্ত থানার এলাকা বহির্ভূত, এই অযুহাতে প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবেন না।

(২) যদি এমন কোন অপরাধ, যাহা এই আইনের আওতাধীন, তাহা কোনো নারীর বিরুদ্ধে ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা বিকলাঙ্গ বা বাকপ্রতিবন্ধীতে পরিণত হইয়াছে এই মর্মে কোন তথ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছায় বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ অবহিত হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, অপরাধের শিকার উক্ত নারী, যিনি অভিযোগ করিতে চাহেন বা তাহার পক্ষে অন্য কোন

ব্যক্তি করিতে চাহেন, তাহার বাসস্থান বা অভিযোগকারী নারীর নির্ধারিত কোনো সুবিধাজনক স্থানে একজন ব্যাখ্যাকারী (Interpreter) অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বাকপ্রতিবন্ধী নারীর ভাষা বুঝিতে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক (special educator) ও স্থানীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) এইরূপ অভিযোগ দায়েরকরণ সম্ভব হইলে অডিও -ভিডিওগ্রাফ করিতে হইবে।

ধর্ষণের শিকার নারীর চিকিৎসা

২২। সকল হাসপাতাল, সরকারি বা বেসরকারি, এই আইনের অধীন আনীত কোন অপরাধের শিকার নারীর প্রাথমিক চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করিবে, এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই বিষয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ কে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে যদি কোন বেসরকারী হাসপাতাল প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে সরকার উক্ত চিকিৎসার খরচ বহন করিবে।

ধর্ষণ এর শিকার নারীর ডাক্তারি পরীক্ষা

২৩। (১) ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার কোন ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তা অবগত হওয়া মাত্র অপরাধের শিকার নারীকে দ্রুততম সময়, সর্বোচ্চ ১২ (বার) ঘন্টার মধ্যে কোন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত কোনো চিকিৎসক, সম্ভব হইলে মহিলা চিকিৎসক এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে একজন মহিলা চিকিৎসক তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার নারীর নিজ বা তাহার পক্ষে সম্মতিদানে সক্ষম অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতিপূর্বক এইরূপ ডাক্তারি পরীক্ষা করা যাইবে ।

(২) কর্তব্যরত চিকিৎসক অপরাধের শিকার নারী কে তাহার নিকট হাজির করিবার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়াবলীসহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন:

(ক) অপরাধের শিকার নারীর নাম, ঠিকানা এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হাজির করিয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা;

(খ) অপরাধের শিকার নারীর বয়স;

(গ) অপরাধের শিকার নারীর ডিএনএ (Deoxyribonucleic acid) প্রোফাইল তৈরির জন্য যেই আলামত পরীক্ষার জন্য লওয়া হইয়াছে তাহার বর্ননা; এবং

(ঘ) অন্য কোন বিশেষ উপাদানের যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা।

(৩) প্রতিবেদনে প্রতিটি মতামতের যৌক্তিক কারণ বর্ণনা করিতে হইবে ।

(৪) আঘাতের চিহ্নের বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় আলামতের ছবি তুলিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(৫) প্রতিবেদনে অপরাধের শিকার নারী বা তাহার পক্ষে সম্মতিদানে সক্ষম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিয়াছে এই মর্মে বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৬) ডাক্তারি পরীক্ষা শুরু করিবার এবং উহা সমাপ্ত হইবার সময় প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) প্রতিবেদন তৈরির পর চিকিৎসক দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা বরাবর The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর ১৭৩ (৩এ) ধারানুযায়ী উহা অগ্রবর্তী করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা

২৪। (১) যেই ক্ষেত্রে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং যেইখানে ইহা বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হইলে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাইবে; সেই ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতালের চিকিৎসক, উপপরিদর্শক এর পদপর্যাদার নিম্ন নহেন এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার অনুরোধে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করিবেন এবং এইরূপ পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্রমত প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিযুক্ত ব্যক্তি কে তাহার নিকট হাজির করিবার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং অন্যান্য বিষয়াবলীসহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন ঃ

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং যেই ব্যক্তি তাহাকে হাজির করিয়াছে তার নাম ও ঠিকানা;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির ডিএনএ (Deoxyribonucleic acid) প্রোফাইল তৈরির জন্য যেই বস্তু বা আলামত, যাহা পরীক্ষার জন্য লওয়া হইয়াছে তাহার বর্ণনা; এবং

(ঘ) অন্য কোনো বিশেষ উপাদানের যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা।

(৩) প্রতিবেদনে প্রতিটি মতামতের কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

(৪) প্রতিবেদন তৈরির সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন বা অন্য কোন আলামত, যদি থাকে, তাহার বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে, উক্ত আঘাতের সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহার ছবি প্রতিবেদনে অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।

(৫) ডাক্তারি পরীক্ষা শুরু করিবার সময় এবং উহা সমাপ্ত হইবার সময় প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) প্রতিবেদন তৈরির পর চিকিৎসক দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা বরাবর The Code of Criminal Procedure এর ১৭৩ (৩ এ) ধারানুযায়ী উহা অগ্রবর্তী করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ ২৩ ও ২৪ ধারায় বর্ণিত ''ডাক্তারি পরীক্ষা" বলিতে বোঝাইবে, রক্ত, রক্তের দাগ, শুক্রানু, যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে সোয়াব, লালা এবং ঘাম, চুলের নমুনা এবং নখের অংশবিশেষ, শরীরের ক্ষত চিহ্ন এবং ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic acid) (ডিএনএ) প্রোফাইলিংসহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষা যাহা চিকিৎসক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মনে করেন।

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic acid) (ডিএনএ) পরীক্ষা

২৫। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার নারীর ও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির ২৩ ও ২৪ ধারা এর অধীন ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াও, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকুক বা না থাকুক ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic acid) (ডিএনএ) পরীক্ষা করিতে হইবে।

অপরাধের শিকার নারীর জবানবন্দী গ্রহণ

২৬ (১) । যদি কোন নারীর বিরুদ্ধে এমন কোন অপরাধ ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহা এই আইনের আওতাধীন বলিয়া প্রতীয়মান, এই মর্মে কোন তথ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছায় বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ অবহিত হয়, সেইক্ষেত্রে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা, অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা, অপরাধের শিকার নারীকে দ্রুততম সময়ে একজন মহিলা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, অনুপস্থিতিতে যে কোন একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট, অপরাধের শিকার উক্ত নারীর জবানবন্দী, যদি তিনি প্রদান করিতে চাহেন, গ্রহণ করিবেন।

(২) এইরূপ জবানবন্দী, ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট অবস্থা অনুযায়ী যেইরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে, সেই পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তিনি ক্ষেত্রমতে অপরাধের শিকার নারীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দী লইতে পারিবেন।

(৩) জবানবন্দী প্রদানকারী নারী যদি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়; সেইক্ষেত্রে তিনি একজন ব্যাখ্যাকারী (Interpreter) বা মানসিক প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বাকপ্রতিবন্ধী নারীর ভাষা বুঝিতে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক (special educator) এর উপস্থিতিতে অপরাধের শিকার নারীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ জবানবন্দী সম্ভব হইলে অডিও-ভিডিও এর মাধ্যমে ধারণ করিতে হইবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট

২৭। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কোন ব্যক্তি কিংবা ঘটনাস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করিবার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে,

কর্তৃক জবানবন্দী গ্রহণ

অপরাধের শিকার কোন নারী বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি বা ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এইরূপ কোন ব্যক্তির জবানবন্দি ঘটনার প্রকৃত সত্যতা উদঘাটনের জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে তিনি অপরাধের শিকার নারী বা উক্ত ব্যক্তিকে কোন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এর সম্মুখে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত করিবেন।

(২) (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধের শিকার নারী বা উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

তদন্তের সময়সীমা

২৮। (১) কোন অপরাধ সংঘটনের সময়, যাহা এই আইনের আওতাধীন, অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) পুলিশের নিকট কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ আসিলে, যাহা এই আইনের আওতাধীন, বা অন্য কাহারো অভিযোগের ভিত্তিতে The Code of Criminal Procedure (Act No. V of 1898) এর বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিলে, সংশ্লিষ্ট থানার উপপরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার নহেন, এইরূপ একজন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন তদন্ত কার্যক্রম 60 (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

(৩) কোন যুক্তিসংগত কারণে (২) উপধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) তদন্তকার্য (৩) উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও সম্পন্ন না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এবং তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) তদন্তকার্য (৪) উপ-ধারা এর অধীন সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোর্পদ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৬) তদন্তকার্য (৫) উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘন্টা পূর্বে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৭) কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) উপর্যুক্ত (৩) বা (৫) উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা

কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

২৯। তদন্তকারী কর্মকর্তা The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অনুসারে কোনো রকম অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতীত তদন্ত সম্পন্ন করিবামাত্র, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে, সরকার নির্ধারিত ফর্মে নির্দেশিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তুত প্রতিবেদন, অপরাধ আমলে লইবার ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত বিধানে বর্ণিত বিষয়াবলীসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাবলী তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) কোন সাক্ষী কোন আসামীকে কিভাবে চিহ্নিত করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা;

(খ) প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফসহ সুরতহাল ও পোস্টমর্টেম প্রতিবেদন;

(গ) ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন; এবং

(ঘ) আলামত এবং উহা কি প্রমাণ করে তাহার বিবরণ।

পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ম্যাজিস্ট্রেট এর কর্তব্য

৩০। পুলিশ প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে অপরাধটি এই আইনের অধীনে সংঘটিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি অপরাধটি আমলে লইয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই আইনের ২৬ ও ২৭ ধারার অধীন গৃহীত জবানবন্দিসহ তদন্ত প্রতিবেদন বিচারার্থে ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন, অন্যক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নারী নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এবং অপরাধের বিচার

নারী নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল গঠন

৩১। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) আইনে সৃষ্ট জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারকের সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলা সদরে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, এইরূপ ট্রাইব্যুনাল 'নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল' নামে অভিহিত হইবে।

(২) প্রয়োজনবোধে সরকার কোন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারায় জেলা ও দায়রা জজ বলিতে অতিরিক্ত জেলা জজ ও দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

৩২। (১) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত মামলা আমলে গ্রহণসহ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) ও Criminal Rules and Orders এর আওতায় এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকিবে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল কোন সুরক্ষামূলক আদেশ (Protective order) প্রদান করিতে পারিবে।

(২) অর্থদন্ড ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিমিত্ত The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913) প্রয়োগের ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

বিকল্প উপায়ে সাক্ষ্য গ্রহণ

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচার বা কোন অপরাধের শিকার নারীর বা সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল-

(ক) যে কোন স্থানে নিজে বা কমিশনের মাধ্যমে, সরাসরি বা ইলেকট্রনিক উপায়ে, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, এবং

(খ) হাজির হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে উক্ত সাক্ষ্য অন্য কোন সাক্ষীর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে উপস্থাপনকারী সাক্ষীকে জেরা করা যাইবে।

জামিন সংক্রান্ত বিধান

(৪) ৩৭ ধারার অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, সেই ক্ষেত্রে তিনি বিচারকার্যের যেই পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার আরম্ভ করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অপরাধের শিকার বা মামলার সাক্ষী কে হুমকি প্রদানের দন্ড

(৬) কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের শিকার নারী বা মামলার সাক্ষীকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া এই আইনের অধীন রুজুকৃত কোন মামলার তদন্ত বা বিচারকার্যে কোনরূপ বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডিত করিতে পারিবে।

সাক্ষীর খরচ

(৭) এই আইনের আওতায় দায়েরকৃত মামলায় সাক্ষ্য প্রদানে আগত সাক্ষীর রাহা ও খাই খরচ বাবদ প্রয়োজনে যৌক্তিক নগদ অর্থ ৫৫ ধারার অধীনে এই বাবদে রক্ষিত তহবিল হইতে ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীকে প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা

৩৩। (১) ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা প্রয়োজনে স্বীয় ক্ষমতা বলে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর আওতায় কোন মামলার অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত অধিকতর তদন্ত-প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন

(২) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সাক্ষীর উপস্থিতি

৩৪। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য সাক্ষীর সমন বা পরোয়ানা কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীকে উক্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপরে বর্তাইবে।

(২) (১) উপ-ধারার বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমন বা পরোয়ানার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সমন বা পরোয়ানা কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করিলে ট্রাইব্যুনাল উহাকে অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

আসামীকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক সাক্ষী

৩৫। যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত প্রতিবেদন বা অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায় বিচারের

হিসেবে গণ্যকরণ

স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি (discharge) প্রদান করিয়া তাহাকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী

৩৬। এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হওয়ার পর যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে ২৬ ও ২৭ ধারার অধীন গৃহীত জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা

৩৭। এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের অভিযোগ গঠনের ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাইবুনাল বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

একাধিক অপরাধের একত্রে বিচার

৩৮। যদি এই আইনের আওতায় দায়েরকৃত কোন অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালেন নিকট প্রতীয়মান হয় যে -

(ক) দায়েরকৃত মামলায় এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধের উপাদান পাওয়া না গেলেও এমন উপাদান রহিয়াছে যাহা The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) বা অন্য কোন আইনের আওতায় আসে, অথবা

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন আইনে উল্লিখিত অপরাধ এমনভাবে জড়িত যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে উভয়ক্ষেত্রেই অপরাধ বা অপরাধগুলির বিচার ও নিষ্পত্তি একই ট্রাইব্যুনাল করিতে পারিবে।

রুদ্ধদ্বার- কক্ষে বিচার (trial in camera)

৩৯। কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় অপরাধের শিকার নারীর সুরক্ষায়, প্রয়োজন মনে করিলে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই আইনের অধীন অপরাধের বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে (trial in camera) অনুষ্ঠিত করিতে পারিবে।

অপরাধের শিকার নারীকে হেফাজত প্রদান

৪০। এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালে বা কোন অপরাধের অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা স্বীয় ক্ষমতাবলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এবং শর্তাধীনে অপরাধের শিকার নারীকে কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে প্রদান করিতে পারিবে।

ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা

৪১। The Evidence Act,1872 (Act No. 1 of 1872) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে অডিও ভিজুয়াল যন্ত্র বা কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধারণকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য (admissible) হইবে।

পূর্বের ‘ভাল চরিত্র’ এর প্রাসঙ্গিকতা

৪২। (১) যেই ক্ষেত্রে ধর্ষণের অপরাধ ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহা এই আইনের আওতাধীন, এবং যেই ক্ষেত্রে মামলার অন্যতম বিচার্য বিষয় হইল অপরাধের শিকার নারীর ‘সম্মতি’, সেইক্ষেত্রে তাহার চরিত্র বা কাহারো সহিত তাহার পূর্ববর্তী যৌন অভিজ্ঞতা, সম্মতি প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক হইবে না।

সম্মতি সংক্রান্ত অনুমান

(২) যেই ক্ষেত্রে কোন অপরাধ ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহা এই আইনের আওতাধীন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা যৌন মিলন প্রমাণিত এবং যেইক্ষেত্রে মামলার অন্যতম বিচার্য বিষয় হইল অপরাধের শিকার নারীর সম্মতি, কিন্তু অপরাধের শিকার নারী যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট তাহার সাক্ষ্যে দাবী করেন যে, ইহাতে তাহার সম্মতি ছিল না, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল প্রাথমিকভাবে, অন্যরূপ স্বাধীন সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে, উক্ত কর্মে অপরাধের শিকার নারীর সম্মতি ছিল না, তাহা গ্রহণ করিবে।

চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন

(৩) যেই ক্ষেত্রে কোন অপরাধ ঘটিয়াছে বা ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহা এই আইনের আওতাধীন, এবং যেইক্ষেত্রে মামলার অন্যতম বিচার্য বিষয় হইল অপরাধের শিকার নারীর সম্মতি, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সম্মতি প্রমাণের জন্য জেরাতে তাহার চারিত্রিক অসততার (chastity) প্রতি ইঙ্গিত করা যাইবে না বা কাহারো সহিত তাহার পূর্ববর্তী যৌন অভিজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করা যাইবে না।

স্বাক্ষীর চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত বারিত

(৪) কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ ঘটাইবার জন্য বা ঘটাইবার চেষ্টা করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়, যাহা এই আইনের আওতাধীন, সেইক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য কে মিথ্যা প্রমাণের জন্য তাহাকে চরিত্রহীন মর্মে কোনো বক্তব্য আদালতে প্রদান করা যাইবে না।

বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষ্য

৪৩। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন চিকিৎসক, রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ (thumb impression expert) অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না সেই ক্ষেত্রে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার প্রতিবেদন এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

মৃত্যু দন্ডাদেশ আরোপের পূর্বশর্ত

৪৪। এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করিলে উক্ত অপরাধের জন্য ৩০ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা তদুর্ধ্ব যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদন্ডাদেশ কি কি কারণে আরোপ করা হইলো তাহার ব্যাখ্যা রায়ে প্রদান করিতে হইবে।

মৃত্যুদন্ড নিশ্চিতকরণ

৪৫। মামলা শুনানী শেষে ট্রাইব্যুনাল যদি অভিযুক্তকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর ৩৭৪ ধারা অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

অর্থদন্ড ও ক্ষতিপূরণ

৪৬। (১) বিচারে আরোপতি শাস্তির সহিত অর্থদন্ড আরোপিত হইলেও ট্রাইব্যুনাল ইহার অতিরিক্ত হিসাবে অপরাধের শিকার নারীকে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার মৃত্যুতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; তৎপর উক্তরূপ অর্থদন্ড ও ক্ষতিপূরণ ট্রাইব্যুনাল সরাসরি, অথবা প্রয়োজনে The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানুযায়ী আদায় করিয়া অপরাধের শিকার নারীকে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধীকারীকে প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল (১) উপ-ধারা এর অধীন ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান না করিয়া শুধুমাত্র অর্থদন্ডের আদেশ প্রদান করিলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত আদেশকৃত অর্থদন্ডের অর্থ বা উহার কোন অংশ অপরাধের শিকার নারীকে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার মৃত্যুতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপর্যুক্ত (১) উপ-ধারা এর অধীন আদেশকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিগ্রস্ত নারীর শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যয়, অত্যাবশ্যক যাতায়াত এবং সাময়িক আবাসনের ব্যয়, হারানো আয়, যাতনা, প্রকৃত ও আবেগজনিত ক্ষতি এবং দুর্ভোগের তীব্রতা বিবেচনা করিবেন।

মিথ্যা মামলা ও অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি

৪৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করে বা করায়, সেই ক্ষেত্রে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যে অভিযোগ দায়ের করাইয়াছে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে ট্রাইব্যুনাল (১) উপধারা এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

চিকিৎসকের অবহেলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ

৪৮। যুক্তিসঙ্গত দ্রুত সময়ের মধ্যে কোন ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, ডাক্তারি পরীক্ষার আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকই দায়ী, সেই ক্ষেত্রে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তদন্তে অবহেলা

৪৯। যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করিরার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা মামলা প্রমাণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতা, ত্রুটি বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ আইনজীবীর সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থতা

৫০। মামলার যে কোন স্তরে যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট বা আপীলের ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয় যে ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ আইনজীবী মামলায় ইচ্ছাকৃত অবহেলাপূর্বক আলামত ও সাক্ষ্য যথাযথরূপে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহার ফলশ্রুতিতে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত হাইকোর্ট বিভাগ, রাষ্ট্রপক্ষের উক্ত বিশেষ আইনজীবীকে অপসারণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ এর নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

আপীল

৫১।ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধান মতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ষণজাত সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত বিধান

ধর্ষণের কারণে অন্তঃস্বত্ত্বা নারীর গর্ভপাত

৫২ । অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারী যদি ধর্ষণের কারণে অন্তঃস্বত্ত্বা হইয়া পড়ে এবং তাহার স্বাস্থ্য হানি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, গর্ভধারণের ১০ সপ্তাহের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় গর্ভপাত করিতে পারিবেন এবং ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স যদি ১৮ বৎসর এর কম হইয়া থাকে , সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজের সম্মতির অতিরিক্ত তাহার বাবা-মা, কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোন আইনানুগ অভিভাবক এর সম্মতির প্রয়োজন হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ গর্ভপাত শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

ধর্ষণজাত শিশু সংক্রান্ত বিধান

৫৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তান তাহার মাতা কিংবা তাহার মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে;
(খ) উক্ত সন্তান তাহার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে, তবে ক্ষেত্র মত, শুধুমাত্র তাহার মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে;
(গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয়, প্রয়োজনে সরকার তাহার বয়স ২১ (একুশ) বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত বহন করিবে, তবে ২১ (একুশ) বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রতিবন্ধী সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে The Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানুযায়ী আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ

আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে উক্ত ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবে সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারীর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ

৫৪। (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারীর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে না যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ পায়।

(২) উপর্যুক্ত (১) উপ-ধারা এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

সাক্ষীর রাহা ও খাই খরচ বাবদ অর্থের তহবিল

৫৫। এই আইনের আওতায় প্রত্যেক নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলায় সাক্ষ্য প্রদানে আগত সাক্ষীর রাহা ও খাই খরচ বাবদ ৩২ (৭) ধারার আওতায় যৌক্তিক পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় তহবিল প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে ন্যস্ত করিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৫৬। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত

৫৭। (১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে এমনভাবে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত করা হয় নাই।

(৩) উক্ত আইনের অধীন অপরাধের কারণে যে সমস্ত মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপ্রেক্ষিতে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে, বা মামলা তদন্তধীন রহিয়াছে, সেই সমস্ত মামলাও (২) উপ-ধারায় উল্লেখিত আদালতে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইনের অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত সমূহ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং (২) উপ-ধারা অনুসারে উহাতে উল্লিখিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

আইনের ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ

৫৮। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা এই আইনের ইংরেজী পাঠের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।